ভারতীয় দূতাবাস প্রধানদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

. বর্তমান আর্ন্তজাতিক পবিবেশকে ব্যবহার করে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী করে তোলা

. "গৌরোবজ্জ্বল ঐতিহ্যের আপনারা প্রাণচঞ্চল প্রতিনিধি"

. শান্তি বিঘ্ন করার নতুন অশুভশকতির মোকাবিলায় বিস্বকে সহযোগিতা করায় ভারতের এক মহান দায়িত্ব আছে

. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূদ্ধে সংগ্রামে ভারতের নেতৃত্ব দেওয়া উুচিত, প্রকৃতি প্রেম ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বলেন, যখন সমগ্র বিস্ব ভারতকে আলিঙ্গন করতে উদ্যোগী এবং প্রত্যয়ের সংগে ভারত অগ্রগামী তখন বিস্বের এই বর্তমান পরিমন্ডল এক সুযোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। বিস্বের বিভিন্ন দেশে নিযুকতো ভারতীয় দুতাবাস প্রধানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আর্জি জানান, এই বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থাকে ব্যবহার করে ভারতকে বিস্বে এক ভারসাম্য রাখার ভুমিকার পরিবর্তে অগ্রগামী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। সাবেক ধ্যানধারণা বর্জন করে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের পরিবর্তিত আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতি দ্রূত আত্মস্থ করার কথা বলেন।

আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভুমিকা উজ্জ্বল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁদের গৌরোবজ্জ্বল ঐতিহ্যের "shinning vibrant representative " (তেজস্বী, জীবন্ত অংশপুঞ্জ) বলে আখ্যা দিয়ে 'ভারতীয় দুতাবাস প্রধানদের ' ভুমিকার উপর গুরূত্ব আরোপ করেন। ভারতের উন্নয়নমুলক কর্মসূচীর অগ্রাধিকার এবং বিদেশে ভারতের স্বার্থ প্রসারে স্বচছ মন নিয়ে নিরলস কাজ করে যাওয়ার আর্জি·জানান।

একবিংশ শতাব্দীর সংঘাতময় পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন,বিস্বের শান্তি ও প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে নতুন 'অশুভ শকতি' এবং 'খলনায়কের' আবির্ভাব হয়েছে এবং সংযোজন করেন, ভারত সর্বদাই 'বিস্ববন্ধুত্ব' ও শান্তির পক্ষে -বিস্ব ভ্রাতৃত্ববোধের পক্ষে থেকেছে। তাই বিস্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক এই শকতির মোকাবিলায় আর্ন্তজাতিক দুনিয়াকে সহযোগিতা করার এক মহান দায়িত্ব পালন করার কর্তব্য ভারতের কাছে এসেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন,পরিবেশ সুরক্ষিত করা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গ এবং সেই কারণেই এই বিপদ মোকাবিলায় ভারতকেই অগ্রণী দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ সম্পর্কে আর্ন্তজাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের লক্ষ্যেই ভুমিকা পালন করতে হবে। তিনি এও বলেন, "প্রকৃতি প্রেম" বা লাভ ফর নেচারের ইঙ্গিতবাহী বহু অলংকরণে ভারতীয় সংস্কৃতি পরিপূর্ণ।

রেকর্ড সংখ্যক সদস্য দেশের অনুমোদন সমেত অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘে আর্ন্তজাতিক যোগ দিবসের ভারতের প্রস্তাবে স্বীকৃতি আদায়ের সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় কূটনৈতিক মহলকে কৃতিত্ব দেন। দৈনন্দিন জীবনের ধকল লাঘবের উপায় হিসাব সহ বিস্বের সর্বত্র সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সমস্যার সম্ভাব্য নিরসনের জন্য যোগ-এর ভুমিকার কথা প্রচার করার প্রয়োজনীয়তার তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,নীতি আয়োগ অনাবাসী ভারতীয় বংশোদ্ভুদদের দেশের মহান সম্পদ স্বরূপ স্বীকৃতি দিয়েছে। এই সম্পদের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দুতাবাস প্রধানরা নিশ্চিতভ্াবে ইতিবাচক উদ্ভাবনী কর্মসূচী তৈরি করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় মিশনগুলির উৎকৃষ্ট কর্মধারা লিপিবদ্ধ করতে বলেন এবং সেই কর্মধারা অন্যত্র অনুসরণ করার পরামর্শ দেন।তিনি স্বচছতা বা cleanniness —এর উপরে উদ্ভুত সংস্কৃতির প্রসারের জন্য ভারতীয় মিশনগুলিকে সংযুকতো হওয়ার এবং ডিজিটাল কূটনীতির বৃত্তে অগ্রণী হওয়ার কথা বলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানগুলিকে নিয়ে ডিজিটাল গ্রন্থাগার তৈরির জন্য তিনি গুরূত্ব আরোপ করেন এবং বিদেশে বসবাসকারী বিশিষ্ট ব্যাকতিদের সংগে যোগাযোগ রাখা ,বিশেষ করে যাঁরা ভারত সফর করেছেন এবং করতে চান তাঁদের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার কথাও বলেন। তিনি বলেন,ইতিহাসেই বিধৃত যে মানবতাকে বিরূপ অবস্থার বিরূদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করেই অগ্রসর হতে হয়েছে,তা সত্ত্বেও সকল সময়ে সম্পর্ক বজায় রাখা মানবজাতির পক্ষে গুরূত্বপূর্ণ।

এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ,পররাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ি ভ কে সিং এবং পররাষ্ট্রসচিব শ্রী এস জয়শংকর উপস্থিত ছিলেন.।

নয়াদিল্লি

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫